দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 25 JUL 1997 ...
পৃষ্ঠা ... ১০ ... কলাম ... ১ ...

এইচএসসি পরীক্ষার স্থগিত ফলাফল

এক বছর পেরিয়ে গেলেও রাজশাহী বোর্ড কর্তৃপক্ষের সাফ জবাব

রাজশাহী অফিস ঃ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের এক বছর পার হয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত স্থগিত হওয়া পরীক্ষার্থীরা তাদের ফলাফল জানতে পারেনি। কবে পারবে তাও অনিশ্চিত।

রাজশাহী বোর্ডের ১৯৯৬ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কয়েকশ' পরীক্ষার্থীর ফলাফল স্থগিত রাখা হয়। যেসব অভিযোগের কারণে ফলাফল স্থগিত রাখা হয়েছিল তা সংশ্লিষ্ট কলেজ ও পরীক্ষার্থীরা অভিযোগ সম্পর্কিত সন্তোষজনক জবাব জানানোর পরও তাদের ফলাফল আজো দেয়া হয়নি। এ নিয়ে পরীক্ষার্থী ও কলেজ কর্তৃপক্ষের আবেদন-নিবেদন এবং বোর্ড কর্তৃপক্ষের চিঠি চালাচালির আর স্মারক নম্বরে ফাইলের পেট মোটা হয়েছে। কিন্তু ফল প্রকাশিত হয়নি। ফলের আশায় দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ধরে বোর্ডে ধরনা দিচ্ছে পরীক্ষার্থীদের অভিভাবকরা। বোর্ড কর্তৃপক্ষের সাফ জবাব, "আমরা রেজাল্ট জানানোর জন্য ঢাকায় কম্পিউটার সেন্টারে পাঠিয়েছি। তারা না পাঠালে আমরা কি করবো।"

এদিকে এমনিতেই একটি পরীক্ষা পার হয়ে গেছে। রেজাল্টের আশায় অনেকে সে পরীক্ষায় অংশ নেয়নি। উপরন্তু বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। ফলাফল না পাবার কারণে এসব পরীক্ষার্থীরা তাতে অংশ নিতে পারছে না। এভাবে তাদের দু'টি বছর শেষ হতে চলেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বোর্ডের কয়েকজন কর্মকর্তা ও কর্মচারী বলেন, ঢাকায় কম্পিউটার সেন্টার করার পর থেকে বিড়ম্বনা বেড়েছে। একদিকে ব্যয় যেমন বেড়েছে তেমনি সময় বেশী লাগছে। ফাইলপত্র এখানে আর কাজ হয়ে ঢাকায়। চিঠি আদান-প্রদানে সময় যেমন লাগছে তেমনি ঢাকায় বারবার লোক পাঠাতে খরচ হচ্ছে। অথচ কাজের কাজ তেমন এগুচ্ছে না। ছোটখাট বিষয়গুলো নিষ্পত্তি করতে সময় লাগছে মাসের পর মাস। স্ব স্ব বোর্ডে কম্পিউটার থাকলে সহজেই এসব সমস্যার সমাধান সম্ভব হতো। জনৈক কর্মকর্তার মতে, কম্পিউটার পরিচালনা করে মানুষ। দুর্নীতি হলে যেখানেই কম্পিউটার রাখা হোক না কেন সেখানে তা হবে। স্ব স্ব বোর্ডে কম্পিউটার স্থাপন না করার ক্ষেত্রে যেসব অজুহাত দেখানো হয় তা কোন যুক্তিযুক্ত নয়। এর রক্ষণাবেক্ষণের অসুবিধার কথা বলা হলেও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন স্থানে প্রচুর কম্পিউটার রয়েছে। সেখানে তেমন অসুবিধাও হচ্ছে না।